৮।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22-DEC ১৯৯৬
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা

দেশে তিনবছর আগে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুকে শিক্ষাদান এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু বিগত তিন বছর পরেও এই লক্ষ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

পত্রিকান্তরে এ সম্পর্কে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে এখন পর্যন্ত শতকরা ১০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হয় নি। যদিও এই লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড গঠন, বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। আরো সমস্যা আছে। তা হল বিদ্যালয়ে ভর্তির পর বিপুলসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী ঝরে পড়ছে অর্থাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য কতটা পূরণ হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার এই কার্যক্রম কেন সফল হচ্ছে না তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। সমস্যাটি কোথায় তা বোঝা এবং সমাধান অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের মতে, মূল সমস্যাটি হচ্ছে দারিদ্র্য। সব পিতামাতাই তাদের সন্তানকে শিক্ষাদান করতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ মেটানোর ক্ষেত্রে দুটি বাধা আছে। একটি হচ্ছে অধিকাংশ দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষেই তাদের প্রতিপাল্যের শিক্ষার ব্যয়ভার মিটানো সম্ভব নয়। স্কুল থেকে বিনামূল্যে বই দেয়া হলেও; এমনকি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের ব্যবস্থা হলেও তাতে পরিবারের দারিদ্র্য দূর হয় না। কিন্তু সেই শিশুটি যদি কর্মজীবী হয়, সে যদি উপার্জনে অবদান রাখে তাহলে পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট দূর হতে পারে। এ কারণেই দরিদ্র মাতাপিতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে অর্থ উপার্জন করতে পাঠায়। ফলে যে বয়সে তাদের লেখাপড়া করতে স্কুলে যাবার কথা সে সময় তাদের পেটের দায়ে শ্রম দিতে হয়।

অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের লেখাপড়ার সীমাবদ্ধতাও আছে। দারিদ্র্যের কারণে তাদের পক্ষে বেশি লেখাপড়া করা এবং সেই লেখাপড়ার ভিত্তিতে উত্তমরূপে জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগও জোটে না। এই অবস্থাটাও তাদের বিদ্যালয়বিমুখ করে তোলে। সুতরাং আমাদের মতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সফল করে তুলতে হলে বিরাজমান সুযোগসুবিধা যেমন অব্যাহত রাখতে হবে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তেমনি লেখাপড়া শেখার পর যাতে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সম্ভব হয় সরকার এবং সমাজকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।